দৈনিক

27 JUL 2008
৭ ২

অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের অভিযোগ

দেশের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে আগামী ৯ আগস্ট এবং ভর্তির শেষ তারিখ ৭ আগস্ট। কাজেই এখন ভর্তির ভরা মৌসুম চলছে। এবার এসএসসিতে ভাল ফল করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় সবার পক্ষে নামী কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া সম্ভব হবে না। আরো যে কারণে অনেকের পক্ষেই এটা সম্ভব হবে না, তা হল মাত্রাতিরিক্ত ভর্তির ফি। ইতোমধ্যে বেসরকারী অনেক কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে মাত্রাতিরিক্ত ভর্তি ফি নেয়া হচ্ছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখ খ্যাতনামা স্কুল ও কলেজগুলোকে এক নির্দেশে ছাত্রদের কাছ থেকে ভর্তি ও অন্যান্য ফি বাবদ ৫ হাজার টাকার বেশী না নেয়ার জন্য বলেছে। এই নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে। একটি ইংরেজী দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে যে, অনেক অভিভাবক ও ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রের অভিযোগ, কলেজগুলো এমনকি দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে কোন অর্থ আদায় রসিদ ছাড়াই। যেসব খাতে এই মাত্রাতিরিক্ত অর্থ নেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে- সেশন চার্জ, রেজিস্ট্রেশন ফি, কলেজ উন্নয়ন, খেলাধুলা, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী ও সেমিনার এবং প্রেয়ার সেশনের চাঁদা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের অভিযোগ তারাও পেয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এও বলা হয়েছিল যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, অত্যধিক ভর্তি ফি নেয়া হলে নিম্ন ও মধ্য আয়ের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই নির্দেশনার কপি নয়টি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি ফি আদায়ের ক্ষেত্রে গত বছরও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশের কোন তোয়াক্কা করেনি কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভর্তি ফি সর্বোচ্চ ৩২৭ টাকা নির্ধারণ করে যে বিধিমালা জারি করা হয়েছিল, তা কার্যত কাগুজে বিধিমালায় পরিণত হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের রীতিমত জিম্মি করে অনেক কলেজেই ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা নেয়া হয়েছিল এবং কোন কোন কলেজে আবার উন্নয়ন ফি'র নামে ১০/১৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বলা হয়েছিল, এ নির্দেশের কোন ব্যত্যয় হলে বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি বাতিলসহ এমপিওভুক্তি বাতিল এবং সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু ব্যবস্থা নেয়ার কোন উদ্যোগ গত বছর মন্ত্রণালয়ের ছিল না। তার আগের বছরও কলেজগুলো বেশী ফি নিয়েছিল এবং তখনও সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। গত বছর অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব বলেছিলেন, 'এটা আমাদের জিহাদ। এ অচলায়তন ভাঙতে হবেই।' বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষা সচিবের 'জিহাদ' কোন কাজ করেনি এবং অচলায়তন ভাঙেনি। কেন ভাঙেনি, তার জবাব সেদিনের শিক্ষা সচিবের কাছে থাকার কথা। তিনি তা বলেছিলেন কিংবা এ ব্যাপারে আদৌ কোন ব্যবস্থা করেছিলেন কি না, তা জানা যায়নি। আর এজন্যই সরকারী নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের এই অতীত প্রেক্ষাপটেই এবারের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় দেড় লাখ টাকা নেয়া হচ্ছে, এমন একটি কলেজের জনৈক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে উল্লেখিত খবরে বলা হয়েছে যে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হলেও তাদের কলেজ বেসরকারী। কাজেই মন্ত্রণালয় ভর্তি ফি'র যে রেট বেঁধে দিয়েছে, তা মেনে নিতে বাধ্য নয়। এই বক্তব্যেই সম্ভবত সংশ্লিষ্ট বেসরকারী কলেজগুলোর মনোভাব কমবেশী প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কলেজগুলোতে সরকারের নিয়ন্ত্রণের প্রতিই এক প্রকার চ্যালেঞ্জের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের ধারা গত কয়েক বছর ধরে অবাধে অব্যাহত থাকায় এবং বিশেষ করে গত বছর সরকারী নির্দেশে শাস্তি বিধানের কথা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এই প্রবণতা বেপরোয়া গতি লাভ করতে পেরেছে। এবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের কপি দেশের ৯টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। এখন পর্যন্ত কোথাও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষা ব্যয় সব মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে রাখার যে তাগিদ স্বাভাবিকভাবেই এদেশে রয়েছে, ভর্তি ফি বেঁধে দেয়াটা তার একটি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যর্থ হলে শিক্ষা ব্যয় সাশ্রয়ে আর কোন উদ্যোগই সফল হওয়ার কথা নয়। কাজেই অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের যে সব অভিযোগ উঠছে এবং শিক্ষা অধিদফতরেও ইতোমধ্যে জমা হয়েছে ও আগামী দিনগুলোতে জমা হবে, সে সবের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করতে হবে। তার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।